নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৩-০৮-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

শেখ হাসিনার নেতৃত্বের জাদুবলেই কৃষিতে বিস্ময়কর সাফল্য

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের জাদুবলেই কৃষি খাতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এক সময় খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত ছিল। বিদেশ থেকে আমদানি করে এবং সাহায্য নিয়ে এই খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করতে হতো। আর দেশ এখন দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অনেক ফসলে উদ্বৃত্ত। বিগত ১৫ বছরে সবজির উৎপাদন বেড়েছে সাত গুণ, ভুট্টার আট গুণ, পেঁয়াজের পাঁচ গুণ, চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। কৃষি উৎপাদনের এই সাফল্য আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। এই সাফল্য আলাদীনের চেরাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি, অর্জিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের জাদুবলে। কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কৃষিবান্ধব নীতির কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

বুধবার ঢাকায় হোটেল শেরাটনে 'জলবায়ু অভিযোজন : বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গোল টেবিল বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন হোক বা না হোক দেশের কৃষি সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। নানা প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করেই ফসল ফলাতে হয়। ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে হলে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, উৎপাদন ব্যয় কমাতে হবে এবং প্রতিকূল পরিবেশে চাষোপযোগী ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে আমরা কাজ করছি।

কৃষিপণ্যের বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিতে দেশ অনেক পিছিয়ে আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এসব ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভাবনা অনেক। ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের এখানে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষি খাতে বিনিয়োগ করলে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সব রকমের সহযোগিতা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৩-০৮-২০২৩ (পৃঃ ১৪)

দেশের ১৭ ভাগ জমির ধান যান্ত্রিকভাবে কর্তন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ দেশে অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে কৃষিযান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় ধানের দুই মূল মৌসুমে গড়ে প্রায় ১৭ ভাগ জমির ধান স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তথা কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে কর্তনের আওতায় চলে এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে যেখানে মাত্র ৪.০ শতাংশ জমির ধান যান্ত্রিকভাবে কর্তনের আওতায় ছিল, সরকারের সমন্বিত যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে তিন বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ এ ১৭ শতাংশে উন্নিত হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সুনামগঞ্জ জেলার জামালাগঞ্জ উপজেলার ফেনারবাক গ্রামের কৃষক তোফায়েল আহমেদ বলেন, গত দুবছর আগে বৃষ্টির কারণে ২০ বিঘা জমির ধান কাটতে না পারায় নষ্ট হয়েছিল। সরকার ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে এলাকায় বেশকিছু কম্বাইন হারভেস্টর দিয়েছে। যন্ত্রগুলো দেয়ায় কৃষকের অনেক লাভ হয়েছে। এখন প্রতি বিঘা জমিতে ১৫শ' টাকায় ধান কাটা ও মাড়াই করে বস্তাভর্তি করে বাড়ি নিয়ে আসতে পারি। আগে শ্রমিক দিয়ে ধান কাটাতে বিঘা প্রতি ৪-৫ হাজার টাকা খরচ হতো। আবার মাড়াইয়ে আরও ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা খরচ হতো। এখন ১৫০০ টাকাতেই সব হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বৃষ্টির মধ্যেও এ মেশিনে ধান কাটা যায়। জামালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্মকর্তা মো. আলা উদ্দিন বলেন, এ উপজেলায় গত বোরো মৌসুমে ২৪ হাজার ৪৭০ হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ১৪ হাজার ৬৮২ হেক্টর জমির ধান কম্বাইন হারভেস্টার যন্ত্রের মাধ্যমে কেটেছেন কৃষকরা, যা আবাদের ৬০ শতাংশ। অপরদিকে গত আমন আমন মৌসুমেও বিস্তীর্ণ এলাকার ধান কম্বাইন হারভেস্টরে কাটা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভোলার উপপরিচালক হাসান ওয়ারিসুল কবিরের জানান, ভোলায় রোপা আমন মৌসমে কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ধান কাটায় প্রায় ৮৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে শ্রমিকের মাধ্যমে ১ একর জমির ধান কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াইয়ে খরচ হয় ১১ হাজার ৮০০ টাকা। কম্বাইন হারভেস্টরের মাধ্যমে ১ একর জমি ফসল কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াইয়ে খরচ হয় মাত্র ৬ হাজার টাকা (সব খরচ মিলিয়ে)। অর্থাৎ কম্বাইন হারভেস্টরের মাধ্যমে প্রতি একর জমিতে লাভ হয় ৫ হাজার ৮০০ টাকা। এ যন্ত্রের মাধ্যমে ফসল কাটার পরবর্তী অপচয় মাত্র ২-৩ শতাংশ। যা সনাতন পদ্ধতিতে ১০-১২ শতাংশ বলে জানান হাসান ওয়ারিসুল কবির।

৮৩০০টি কম্বাইন হারভেস্টর বিতরণ

বোরো ও আমন মৌসুম মিলিয়ে মোট সাশ্রয় ২৭.১৪ বিলিয়ন টাকা

কিশোরগঞ্জের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার জানান, কিশোরগঞ্জে এ মৌসুমে কম্বাইন হারভেস্টারে সহায়তায় ধান কেটে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে প্রায় ৯৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকা।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প পরিচালক তারিক মাহমুদুল ইসলাম বলেন, ২০১৯-২০২ ০ অর্থবছরে বাংলাদেশে কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটা হতো ৪ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে আমন মৌসুমে ১১.২২ ও বোরো মৌসুমে ২২.১৭ শতাংশ। গড়ে প্রায় ১৭ শতাংশ। কিছু দিন আগেও এ আধুনিক যন্ত্র সম্পর্কে অনেকের ধারণা ছিল না। ছিল সংশয় ও ভীতি। বর্তমানে সে অবস্থা থেকে বেড়িয়ে এসেছে কৃষক। জমির হিসাবে জানতে চাইলে তিনি বলেন কম্বাইন হারভেস্টরে আমন ও বোরো মৌসুমে কর্তনকৃত জমির পরিমান ১৭ লাখ ৪২ হাজার ৩৮ হেক্টর। আমন মৌসুমে সারাদেশে ৫৭ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমি আবাদ হয়েছিল। এর মধ্যে কম্বাইন হারভেস্টর দিয়ে কাটা হয়েছে ৬ লাখ ৪২ হাজার হেক্টর জমির ধান। যা মোট আবাদি জমির ১১ দশমিক ২২ শতাংশ। আমন ও বোরো মৌসুমে শস্যের অপচয় রোধ ৪ লাখ ১৩ হাজার ৭১৬ টন যার বাজার মূল্য প্রায় ১০.১৮ বিলিওন টাকা। কম্বাইন হারবেস্টার দ্বারা আমন ও বোরো মৌসুমে ধান কর্তনে সাশ্রয়ের পরিমাণ প্রায় ১৭ বিলিওন টাকা। মোট সাশ্রয়ের পরিমাণ ২৭.১৪ বিলিওন টাকা। তিনি বলেন কৃষক রত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় কৃষিমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাকের তত্ত্বাবধায়নে ২০২০ এর বোরো মৌসুম থেকেই বাংলাদেশে নেওয়া হয় এই বৈপ্লবিক পরিকল্পনা সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প, যা বাংলাদেশে স্মার্ট কৃষির গোরাপত্তন করে। ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার এই প্রকল্প আনুষ্ঠানিক ৩ বছর পার করেছে জুন ২০২৩ এ। কৃষি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মো সাইদুর রহমান বলেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা তথা অভ্যন্তরীণ শ্রমিক সংকটের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে বোরো মৌসুমে প্রতি বছর শ্রমিকের তিব্র সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে যা থেকে পরিত্রাণের এক মোক্ষম সমাধান আধুনিক ধান কাটা যন্ত্র।

The Daily Star
Journalism Without Fear or Favour

In order to sustain food security in the future, agricultural productivity must be increased by reducing production costs and developing crop varieties suitable for adverse environments, Agriculture Minister Muhammad Abdur Razzaque said. PHOTO: MOSTAFA SHABUJ

Govt working to double farm productivity by 2030: Razzaque

STAR BUSINESS REPORT

The agriculture ministry is working to reduce production costs and increase the variety of crops being cultivated with the aim of doubling agricultural productivity by 2030, according to Agriculture Minister Muhammad Abdur Razzaque.

He made this comment while speaking as chief guest at a roundtable on "Climate Adaptation: Opportunities for Bangladesh in Development of Agro-based Industries", held at the Sheraton Dhaka in Banani yesterday.

The event was jointly organised by the International Chamber of Commerce (ICC) Bangladesh, Standard Chartered and the Food and Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations.

"The country's agriculture is always at risk whether climate change is involved or not as crops are being grown in an adverse environment," Razzaque said.

"So, in order to sustain food security in the future, agricultural productivity must be increased by reducing production costs and developing crop varieties suitable for adverse environments," he added.

The minister commented that the country's agricultural sector has achieved amazing success due to the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.

Citing how Bangladesh was once known as a country where persisting food shortages were met through imports and foreign aid, he said the country is now self-sufficient in food grains and many other crops.

Vegetable production has increased exponentially in the past 15 years, with the cultivation of corn and onion having risen by eight times and five times respectively while rice acreage saw 30 percent growth. "This success in agricultural production is being appreciated worldwide today," Razzaque said.

Vegetable production has increased exponentially in the past 15 years, with the cultivation of corn and onion having risen by eight times and five times respectively

"This success was not achieved through Aladdin's magic, it was achieved through the magic of Prime Minister Sheikh Hasina's leadership. This was possible due to the Prime Minister's agri-friendly policy of giving top priority to agriculture," he added.

While chairing the programme, ICC Bangladesh President Mahbubur Rahman emphasised on the dynamic expansion of a sustainable agro-processing industry to keep the economy and its agriculture sector vibrant amid changing climate conditions.

He said Bangladesh is responsible for only 0.4 percent of global greenhouse gas emissions, which is insignificant compared to other mega industrial economies. However, Bangladesh is high on the list of countries that are most vulnerable to climate change.

Given the current trajectory, Rahman said the rapidly changing climate conditions will trigger annual GDP losses in the range of 1 to 2 percent.

Agricultural exports from Bangladesh have been growing by more than 18 percent for the past five years. Besides, global demand for agricultural products is expected to grow by 15 percent annually between 2019 and 2028, providing a great opportunity for local food processors to expand their exports and thereby help diversify the country's export basked.

Speaking as a special guest, Md Shahab Uddin, the minister for environment, forest and climate change, said agroforestry plays an essential role in climate adaptation by promoting biodiversity, enhancing soil health and reducing the impacts of natural disasters.

"Integrating agroforestry practices into our agricultural landscape can foster resilience and sustainability while addressing climate change challenges," he added.

Naser Ezaz Bijoy, chief executive officer of Standard Chartered Bangladesh, said that as per the government's National Adaptation Plan, the funding required in this area is $230 billion.

"This investment cannot be done by the government and multilaterals alone," he added. Ruhul Amin Talukder, additional secretary to the agriculture ministry, presented the keynote paper.

AK Azad, vice-president of ICC Bangladesh, Md Khurshid Alam, executive director of Bangladesh Bank, TS Amjath Babu, agricultural economist of the International Maize and Wheat Improvement Centre, and FH Ansarey, managing director of ACI Agrolink Ltd, were among the panel discussants.

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর
তারিখঃ ০৩-০৮-২০২৩ (পৃঃ ১৬ ,০২)

উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক কৃষিব্যবস্থা দরকার : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, আমরা আমাদের উৎপাদন বাড়াতে চাই, এজন্য আমাদের আধুনিক কৃষিব্যবস্থা দরকার। এজন্য আমাদের অ্যাডভান্স টেকনোলজি, ন্যানো টেকনোলজি এসব জায়গাগুলোতে উন্নতি করতে হবে। গবেষণার জায়গাতেও উন্নতি করতে হবে। আমাদের কৃষকরা এখনও পুরনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। এটি একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য।

গতকাল ঢাকায় 'জলবায়ু অভিযোজন : কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়নে বাংলাদেশের সুযোগ' শীর্ষক গোলটেবিল সেমিনারে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের শ্রমিক সংকট। কৃষিখাতে, আমাদের শ্রম সংকট প্রবল এখন। কৃষিখাতে সরকারের বিভিন্ন অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৩ হাজার কোটি টাকা এখন পর্যন্ত কৃষি খাতে ভর্তুকি দিয়েছি। সারে আমরা এখনও ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছি। যা দুনিয়ার কোথাও নেই। ২০১৮ সালে আমি যখন খাদ্যমন্ত্রী তখন প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকে ৯০ টাকা কেজির সার আমরা ২৫ টাকায় নিয়ে এসেছি।

সরকার জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে : পরিবেশমন্ত্রী

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কাজের সূত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছি। নীলফামারী, গাইবান্ধার মতো জায়গাগুলোতে, যেগুলো আগে ছিল মঙ্গাপীড়িত। যে জায়গাগুলো বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত। সেখানেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে।

তিনি আরও বলেন, গত ১২-১৩ বছরে দেশের কৃষিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ২০০৮ সালে আমরা নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিলাম খাদ্য, পুষ্টিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। চ্যালেঞ্জটা কোথায়? আমাদের জনসংখ্যা। যেটি এখনও ক্রমবর্ধমান। আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে নিরাপদ খাদ্য পৌঁছে দেয়া।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আজকে সবাই জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলছে। যেটি এখন দৃশ্যমান। আমরা বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক এবং লাভজনক খাতে রূপান্তর করতে চাই। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস প্রায় প্রত্যেক বছরই হয়। বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবে বা প্রভাব ছাড়াই বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। লবণাক্ততা, খরা, অধিক তাপমাত্রার জন্য অনেক ফসল হচ্ছে না।

ড. রাজ্জাক বলেন, আমার কথা হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসবেন এ সমস্যাগুলো সমাধানে। কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়ায় আমরা পিছিয়ে আছি। অল্প কিছু ব্যবসায়ী এ খাতে বিনিয়োগ করেছেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহিষ্ণু স্থিতিস্থাপক কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ নিশ্চিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমিত করতে কৃষি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

উৎপাদন বাড়াতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সময় আমাদের কৃষি ল্যান্ডস্কেপে কৃষি বনায়ন অনুশীলনকে একীভূত করা জলবায়ু সহিষ্ণুতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে পারে। আমাদের জলবায়ু অভিযোজন লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে হবে। আমি আমাদের কৃষিভিত্তিক শিল্পে টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন চালনা করার জন্য সব স্টেকহোল্ডারদের একসঙ্গে কাজ করার এবং উদ্ভাবনী অংশীদারিত্ব অন্বেষণ করার আহ্বান জানাই।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ (আইসিসিবি) স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের (এফএও) সঙ্গে যৌথভাবে রাউন্ডটেবিলটির আয়োজন করে। আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান রাউন্ডটেবিলটি চেয়ার করেন এবং মডারেট করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. রুহুল আমিন তালুকদার কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের করপোরেট, ব্র্যান্ড এবং মার্কেটিং প্রধান বিটোপি দাস চৌধুরী ক্লাইমেট এডাপটেশনের ওপর স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের একটি পেপার উপস্থাপন করেন।

রাউন্ডটেবিলে প্যানালিস্ট বক্তা হিসেবে ছিলেন– ড. এফ এইচ আনসারী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসিআই মটরস লিমিটেড; ড. টি. এস. আমজাদ বাবু, কৃষি অর্থনীতিবিদ, ইন্টারন্যাশনাল মেইজ অ্যান্ড হুইট ইম্প্রুভমেন্ট সেন্টার; এ. ফ. এম আরিফ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বেঙ্গল মিট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং মো. খরশেদ আলম, নির্বাহী পরিচালক, সাসটেইনএবেল ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ
তারিখঃ ০৩-০৮-২০২৩ (পৃঃ ১৬)

ধান রোপণে জনপ্রিয় হচ্ছে ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’ যন্ত্র

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

যন্ত্র দিয়ে রোপণ করা হচ্ছে ধানের চারা। এতে সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থের, কমছে উৎপাদন খরচ আর অধিক লাভবান হচ্ছে চাষিরা। কৃষিবান্ধব এমন যন্ত্রটির নাম ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’। বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ হচ্ছে। কঠোর পরিশ্রমের ধান রোপণ এখন হচ্ছে সহজে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের মাধ্যমে। এতে শুধু পরিশ্রম নয়, সাশ্রয় হচ্ছে অর্থ ও সময়ও। একদিকে কৃষি শ্রমিকের স্বল্পতা, অন্যদিকে সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতিতে ধান রোপণের ক্রমবর্ধমান খরচ বৃদ্ধির কারণে জনপ্রিয় হচ্ছে যন্ত্রটি।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে নগর ও শিল্পায়নের দিকে। শ্রমিকরা বেশি আয়ের লক্ষ্যে ঝুঁকছে নির্মাণশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানায়। এ কারণে কৃষি খাতে শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে। দিন দিন এ সংকট প্রবল হচ্ছে। বিশেষত ধান রোপণ ও কাটার মৌসুমে শ্রমিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। শ্রমিক সংকটে অনেক সময় কৃষকের ধান মাঠেই

- শ্রম, অর্থ ও সময়ের সাশ্রয়
- হেক্টরে পাঁচ হাজার টাকা সাশ্রয়

পড়ে থাকে।

সরকার পরিচালিত সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভর্তুকি হারে কৃষকদের এসব আধুনিক ট্রান্সপ্লান্টার সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে বর্তমানে কৃষকরা যান্ত্রিকভাবে ধান রোপণের মাধ্যমে প্রতি হেক্টরে পাঁচ হাজার টাকা সাশ্রয় করতে পারছেন। চলতি আমন মৌসুমে এ যন্ত্রের মাধ্যমে চাষাবাদ হয়েছে দেশের সাত হাজার হেক্টর জমি। যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

প্রকল্প ও কৃষকদের সূত্রে জানা গেছে, ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে এ কৃষিযন্ত্র দিয়েছে যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প। যারা ট্রান্সপ্লাটার যন্ত্র পেয়েছেন, তারা নিজের জমির

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭